দৈনিক ইত্তেফাক

জিপিএ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সুফল পাচ্ছে কি?

মিঠুন রেজাউল হান্নান

বাংলাদেশে ২০০১ সাল থেকে এসএসসিতে এবং ২০০৩ সাল থেকে এইচএসসিতে জিপিএ পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ শুরু করা হয়। বর্তমানে তা শিক্ষার সকল স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই জিপিএর প্রচলন আগে থেকেই ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে— এসএসসি ও এইচএসসিতে এ পদ্ধতির প্রয়োগের কোনো সুফল নেই। এ পদ্ধতিতে আমরা শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মেধা নির্ণয় করতে পারছি না এবং এর মাধ্যমে মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন হচ্ছে না। কারণ হাজার হাজার শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ফলাফল করছে একই ক্যাটাগরিতে।

সর্বোচ্চ ফলাফল যারা করছে তাদের মধ্যে অবশ্যই সবাই একরকম মেধাবী না। সর্বোচ্চ ক্যাটাগরি অর্থাৎ 'গোল্ডেন এ প্লাস' ক্যাটাগরিতে আমরা যাদের অন্তর্ভুক্ত করছি তারা সবাই সব বিষয়ে ৮০ থেকে ১০০-এর মধ্যে যে কোনো একটি নম্বর পেয়েছে। যে শিক্ষার্থী ৮০ পেলো সে যেমন মর্যাদা পাচ্ছে, তেমনি মর্যাদা পাচ্ছে সে যে ৯৯ পেয়েছে। কিন্তু দুই জনের মেধার তারতম্য অনেক। এই জিপিএ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন হচ্ছে না। কোনো কোনো সময় দেখা যাচ্ছে, গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়া শিক্ষার্থীও বিশ্ববিদ্যালয়/ মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে জিপিএ পদ্ধতির প্রয়োগ হতে পারে। কিন্তু এসএসসি ও এইচএসসি এই পরীক্ষা দুটিতে জিপিএ পদ্ধতির প্রয়োগ সর্বোচ্চ মেধাবী শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করছে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দুটি একজন শিক্ষার্থীর সারাজীবনের মূল ভিত্তি। এই ফলাফলের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় তার ভাগ্য কোন দিকে গড়াবে। এমন গুরুত্বপূর্ণ দুটি পরীক্ষায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর মেধার মূল্যায়ন এমন সূক্ষ্মভাবে করা উচিত যাতে কোনো শিক্ষার্থীর প্রাপ্য মর্যাদার ক্ষুদ্রতম অংশও ক্ষুণ্ণ না হয়। এজন্য এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর সরাসরি প্রকাশ করা উচিত এবং এই প্রাপ্ত মোট নম্বরকে পরবর্তী প্রতিটি স্তরে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ বাদ দিয়ে সরাসরি নম্বর প্রকাশ করলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ফলাফল সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজও সহজ হতে পারে— সেটা হলো বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার ধকল থেকে শিক্ষার্থীরা মুক্তি পেতে পারে। শিক্ষার্থীদের এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রাপ্ত মোট নম্বর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের মেধা তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের বর্তমানে সারাদেশ ঘুরতে হয়, জিপিএ বাদ দিয়ে সরাসরি নম্বর প্রকাশ করলে এটা থেকে শিক্ষার্থীরা মুক্তি পাবে। বন্ধ হয়ে যাবে কোচিং বাণিজ্য। অভিভাবকেরা অতিরিক্ত অর্থব্যয় থেকে রেহাই পাবেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষ আশা করি এই বিষয়টা বিবেচনা করে দেখবেন।

ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ-ইউডা